بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আমরা এটি বলি না যে, জলসা আল্লাহ্ না করুন হজ্জের মর্যাদা রাখে। জলসা যদিও কোন ইবাদত নয় কিন্তু এটি অবশ্যই এক ট্রেনিং ক্যাম্প যা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছে। এখন আমরা যদি এতে খারাপ কথা বার্তা, গালি দেয়া, মন্দ এবং বৃথা কথা বলা, গল্প শোনানোর মত কাজ করি তাহলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ২রা সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাত জার্মানী আজ থেকে তিন দিনের জন্য নিজেদের জলসা সালানা পালন করার তৌফিক লাভ করছে। আর এই জুমুআর সাথেই জলসা সালানার আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে জামাতের সদস্যদের সংশোধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসা সালানার যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন,এ বছর সেই প্রথম জলসার ১২৫ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। সেই জলসা যা কাদিয়ানের ক্ষুদ্র বসতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর মসজিদের এক অংশে ৭৫ জন সদস্য নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি এবং পৃথিবীর সংশোধন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হয়ে ইসলামের বাণীকে পৃথিবীতে প্রচার করার বা ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রতিজ্ঞা করেছিল আজ আমরা তার ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাজ এবং তাদের নিয়্যতে এমন বরকত বা কল্যাণ প্রদান করেছেন যে, আজ আহমদীয়া জামাত এখানে জার্মানীতে যে সমস্ত বড় বড় হল এবং কমপ্ল্যাক্স রয়েছে সেগুলো থেকে একটি সম্পূর্ণ কমপ্ল্যাক্স যা এক বিশাল ভূমিখন্ডে বিস্তৃত, তাতে নিজেদের জলসার অনুষ্ঠান করছে। কাদিয়ানের সেইক্ষুদ্র গ্রামের জলসা সমূহে আল্লাহ্ তা'লা এত বরকত প্রদান করেছেন যে, আজ সেই একই রীতিতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে যেখানে জামাত প্র তিষ্ঠিত আছে এই জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর এসব জলসারও সেই একই উদ্দেশ্য যা কাদিয়ানের সেই জলসার ছিল বলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন এবংসংক্ষিপ্তভাবে আমি যার উল্লেখ করেছি।

অতএব আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়ে থাকি তাহলে আমরা সৌভাগ্যবান কেননা আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হব। কিন্তু কেউ যদি কোন মেলার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখানে এসে থাকে বা আমাদের কেউ এসে থাকে তাহলে এটি দুর্ভাগ্য হবে কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে একটি নেক উদ্দেশ্যের জন্য একত্রিত হতে বলেছেন আর আমরা একত্রিত হয়েছিও, কিন্তু নেক উদ্দেশ্য অর্জনের পরিবর্তে জাগতিক বিষয়াদিতে রত হয়ে আছি। অতএব এখানে আগমনকারী প্রত্যেক আহমদী যেন এই কথা দৃষ্টিপটে রাখে যে, এই তিন দিনে পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে নিন এখান থেকে সেসব নেকীকে জারী রাখার প্রতিজ্ঞা করে এই দিনগুলোতে ফরয এবং নফল ইবাদতের পাশাপাশি যিকরে ইলাহীতেও রত থাকুন। যিকরে ইলাহীর ফলে চিন্তা ধারা পবিত্র থাকেএবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে আর মানুষ অপবিত্রতা বা পাপ থেকে নিরাপদ থাকে। ইবাদতের উদ্দেশ্যও এটিই। আর যিকরে ইলাহী আবশ্যকীয় ইবাদত সমূহের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। অতএব প্রত্যেকের এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত।

ইনশাআল্লাহ্ তা'লা কিছুদিনের মধ্যেই এই দায়িত্ব পালন করা হবে। আল্লাহ্ তা'লা হজ্জ পালনকারীদের যে তিনটি বিষয় থেকে বেঁচে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেগুলোর মাঝে প্রথমটি হলো 'রাফাস', তিনি বলেন, প্রথমটি হলো 'রাফাসা'। কাম উদ্দীপক কথাবার্তা তো এর অর্থ করাই হয় কিন্তু সেইসাথে

এর অর্থ বাজে কথা বলা, গালি দেয়া, খারাপ এবং বৃথা কথা বলা, নোংরা গল্প শোনানো, অযথা কথা বলা, খোশগল্প করা, বসে বসে আড্ডা দেয়া ইত্যাদিও হয়, এগুলো সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব এখানে সুস্পষ্টভাবে সকল প্রকার বৃথা, বেহুদা এবং খোশগল্প করার বৈঠক সমূহ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে 'ফুসুক' বা অবাধ্যতা করবে না অর্থাৎ আনুগত্য ও আদেশ পালন থেকে বিরত হবে না। আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করতে হবে। পুণ্যের পথ যা তোমরা অবলম্বন করেছ সেটিকে ধরে রাখতে হবে এবং পাপের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হজ্জের দিনগুলোতে 'জিদাল' অর্থাৎ সকল প্রকার ঝগড়া বিবাদ এবং লড়াই থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে চলতে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক উপলক্ষ্যে বলেছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হজ্জের সময় পাপ থেকে বিরত থাকার বিষয়ে যে নীতি বর্ণনা করেছেন মানুষ যদি আমাদের জলসা সমূহেও এই চিন্তা চেতনা নিয়ে আগমন করে তাহলে অসাধারণভাবে সংশোধন হতে পারে। নিশ্চিতভাবে সংশোধনের জন্য তিনি এখানে অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। আমরা এটি বলি না যে, জলসা আল্লাহ্ না করুন হজ্জের মর্যাদা রাখে। জলসা যদিও কোন ইবাদত নয় কিন্তু এটি অবশ্যই এক ট্রেনিং ক্যাম্প যা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছে। এখন আমরা যদি এতে খারাপ কথা বার্তা, গালি দেয়া, মন্দ এবং বৃথা কথা বলা, গল্প শোনানোর মত কাজ করি তাহলে সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই জলসায় এসব বিষয় থেকে আমাদের বেঁচে চলতে হবে। আমরা যদি বৃথা বিষয়াদি এবং বৃথা কথাবার্তা থেকে বেঁচে চলি তাহলে নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত, নিরাপদ ও পুণ্যের বিস্তারকারী এক পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং জলসার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। এরপর 'ফুসুক' বা অবাধ্যতা যা আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাওয়ার গুনাহ্ তা থেকেও বাঁচতে হবে। এটি এক জরুরী বিষয় যে, আমরা যেহেতু পরিপূর্ণরূপে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য এসেছি তাইআমরা যেন সবসময় আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যের জোঁয়াল নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে রাখি।

অতএব মূল কথা হলো এই যে, কুরআন শরীফের শিক্ষাকে নিজেদের ওপর প্রযোজ্য করে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকারও আদায় করতে হবে আর অন্যান্য আদেশাবলীর ওপরও আমল করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জলসার যেসব উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি কথার সাথেই সম্পর্কযুক্ত যে, আমরা যেন নিজেদের সংশোধনের সুযোগ লাভ করি, নিজেদের নফসের যেন সংশোধন হয়, বৃথা কার্যকলাপ থেকে যেন বেঁচে চলা হয়, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং তাঁর আদেশাবলী পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে মেনে চলার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয় আর নিজ ভাইদের সাথে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বিশেষ সম্পর্ক যেন প্রতিষ্ঠিত হয় আর সকল প্রকার স্বার্থপরতা এবং বিবাদ যেন শেষ হয়ে যায়। এই জলসা থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভের জন্য এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে, এটি নয় যে, এখানে এসে ঝগড়া করবেন বরং যাদের মাঝে পুরোনো ঝগড়া চলছে তাদের উচিত একে অপরের চেয়ে অগ্রসর হয়ে মিমাংসার মাধ্যমে তা মিটিয়ে ফেলা বা দূর করা। নিজেদের আমিত্বকে নিশ্চিহ্ন করুন।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

(সূরা আল্-মু'মিন: ২-৪)

অর্থাৎ নিশ্চয় সেসব মু'মিন সফলকাম হয়েছে যারা নিজেদের নামাযে বিনয় অবলম্বন করে এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আদেশ পালনকারী হয়ে নামায আদায় কর, অনেকেই আমাকে লিখেও থাকে যে, জলসার সময় বিনয়াবনত এবং বিগলিত চিত্তের নামায সমূহে তারা এক স্বাদ অনুভব করে। অতএব প্রত্যেকের উচিত এই স্বাদ অনুভবের চেষ্টা করা যেন তারাও সেসব মু'মিনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা পরিত্রান লাভকারী ও সফলকাম। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মুক্তি লাভকারী এবং সফলকামদের জন্য বিভিন্ন মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে বৃথা কার্যকলাপ থেকে

বিরত থাকার কথা বলেছেন। অতএব এদিকেও প্রত্যেক আহমদীর জলসার দিনগুলোতেও এবং পরবর্তীতেও বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন। অতএব এদিকেও প্রত্যেক আহমদীর জলসার দিনগুলোতেও এবং পরবর্তীতেও বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। অর্থাৎ সকল প্রকার মিথ্যা, পাপ, তাশ, জুয়া, গপ্প করা, ছিদ্রান্বেষণ করা, এই সমস্ত জিনিস এর অন্তর্ভুক্ত। আর একইসাথে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি আমাদের এই তৌফিক দিয়েছেন যে, আমরা যুগ ইমামকে মান্য করেছি যিনি আমাদেরকে বারংবার এসব বৃথা কার্যকলাপ থেকে বেঁচে চলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন।

বৃথা কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত মু'মিন তারা যারা বৃথা কাজকর্ম ও বৃথা কথাবার্তা এবং বৃথা আচার আচরণ, বৃথা সভা সমাবেশ এবং বৃথা সঙ্গ ও বৃথা সম্পর্ক এবং বৃথা উৎসাহ উদ্দীপনা থেকে দূরে থাকে বা বিরত থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে সকল প্রকার বৃথা বিষয়াদির উল্লেখ করেছেন। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে যতগুলো বিষয়ের উল্লেখ করেছেন সেগুলো সবই একটি অপরটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি বৃথা কাজ আরেকটি বৃথা কাজের দিকে নিয়ে যায়। আর যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে, বৃথা কাজ, বৃথা কথা এবং বৃথা আচার আচরণ যাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তারা বৃথা সমাবেশ সমূহে অংশগ্রহণকারী হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের জলসায় আগমনকারীদের মাঝে এই দিনগুলোতে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হওয়া উচিত যেন শুধু জলসার দিনগুলোতেই নয় বরং পরবর্তীতেও আমাদের সাথে যারা উঠাবসা করে তারা যেন সর্বদা বৃথা বিষয়াদি থেকে বেঁচে চলে। এগুলো যেন এমন সমাবেশ হয় যে, তাদের সাথে যারা বসে তাদেরকে কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না। তারা আল্লাহ্ তা'লার নিকট গ্রহণীয় হয়ে থাকে। আমাদের চরিত্র উন্নত হওয়া উচিত, আমাদের সত্যতার মান উন্নত হওয়া উচিত যেন আমাদের ব্যবহারিক নমুনা অন্যদেরও পবিত্র পরিবর্তন আনয়নকারী বানিয়ে দেয়। এক জায়গায় আমাদের নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আরো একটি বিষয়ও জরুরী যা আমাদের জামাতের স্মরণ রাখা উচিত, আর তা হলো জিহ্বাকেযেন বৃথা কথাবার্তা থেকে পবিত্র রাখা হয়। তিনি বলেন, জিহ্বা বা মুখ হলো কোন সত্তার দেউড়ি। আর জিহ্বাকে পবিত্র করার ফলে খোদা তা'লা যেন সেই সত্তার দেউড়িতে চলে আসেন। আর খোদা তা'লা যদি কোন দেউড়িতে চলে আসেন তাহলে তাঁর তাতে প্রবেশ করাও কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। এখন দেউড়ি কি জিনিস। দেউড়ি বলা হয় কোন ঘরের মেইন গেইট বা সদর দরজাকে। যখন খোদা তা'লা আপনার ঘরের নিকটে এসে যান এবংসদর দরজায় এসে যান তাহলে, তিনি বলেন, তাঁর ভিতরে প্রবেশ করা কোন দূরবর্তী বিষয় নয়, কেউ এটি বলতে পারে না যে, তিনি ভিতরে আসবেন না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বৃথা কার্যকলাপ থেকে আত্মরক্ষাকারী এবং উন্নত চরিত্র প্রদর্শনকারী ও নম্র ভাষীদের নিকটবর্তী হয়ে যান। আর এতটা নিকটতর হয়ে যান যে, যদি পুণ্যের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে খোদা তা'লা এমন লোকদের ওপর নিজ কৃপা বর্ষণ করতঃ তাদেরকে নিজের করে নেন। আল্লাহ্ তা'লার ঘরে প্রবেশ করার অর্থ এটিই যে, তিনি সেই বান্দাকে আপন করে নেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন আপন করে নেন তখন ইবাদতের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার তৌফিক লাভ হতে থাকে। অতএব নেকীর মাধ্যমেই নেকীর জন্ম হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথ উন্মুক্ত হতে থাকে। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি যে, আমরা এখানে এসেছি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য, নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের জন্য। আর এটি যখন উদ্দেশ্য তখন কেবল বক্তৃতা শুনে জ্ঞানগতভাবে লাভবান হয়ে এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনয়ন না করব। আর ব্যবহারিক পরিবর্তনের জন্য যেখানে ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করতে হবে সেখানে উন্নত চরিত্র এবং বৃথা বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করে একে অপরের অধিকারও প্রদান করতে হবে। অতএব এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এটি আল্লাহ্ তা'লার ফযল যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ঢেকে রেখেছেন আর আমাদের ভুল ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে অন্যদের সামনে আসে না। নতুবা যদি আমাদের প্রত্যেকে নিজেকে যাচাই করে তাহলে আমরা জানতে পারব যে, কত শত ভুল রয়েছে। আর এসব দুর্বলতা

জামাত এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে দুর্নাম করার কারণ হতে পারে। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে এটিও বলেছেন যে, আমাদের প্রতি আরোপিত হয়ে আমাদের নামকে দুর্নাম করো না। যদি আমাদের ইবাদতের মান ভালো না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে দুর্নাম করার মাধ্যম হব। যদি আমাদের চরিত্র ভালো না হয় তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে দুর্নাম করার মাধ্যম হব। যদি আমরা বৃথা বিষয়াদিতে জর্জরিত হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে দুর্নাম করার মাধ্যম হব। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা আমা দের অর্থাৎ আহমদীদের ওপর রয়েছে। আর এর জন্য আমাদের অনবরত নিজেদেরকে যাচাই করতে থাকা উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চায় সে যেন আমলে সালেহা বা নেক কর্মে উন্নতি করে। অতএব এই দিনগুলোতেও এবং সর্বদা নিজেদের নামাযে বিগলন সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত যেন খোদা তা'লার সাথে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। আর এসব জলসায় অংশগ্রহণের আসল বা প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই যে, আমরা যেন আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উন্নতি করি। পরস্পর সুসম্পর্ক এবং একে অপরের আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি বলেন, যেভাবে করুণা, দয়াদ্রতা এবং নম্রতার মাধ্যমে নিজ সন্তানের সাথে ব্যবহার কর একই ব্যবহার পরস্পর নিজ ভাইদের সাথেও কর। তিনি বলেন, যার চরিত্র ভালো নয় আমি তার ঈমান সম্পর্কে সন্দিহান কেননা তার মাঝে অহংকারের একটি বীজ রয়েছে। তিনি বলেন, অহংকারী অপরের হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। নিজের সহানুভূতি কেবল মুসলমানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রেখো না বরং সবার সাথে করো, সে মুসলমান হোক বা অমুসলমান প্রত্যেকের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। তিনি বলেন, খোদা তা'লা সবার প্রভু। তিনি শুধু মুসলমানদেরই প্রভু নন। তিনি তো সবার প্রভু, তা সে যে-ই হোক, যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন। তিনি আরো বলেন, হ্যাঁ মুসলমানদের সাথে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন কর। মানবতার খাতিরে প্রত্যেকের সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা উচিত। আর মুসলমানদের সাথে তা বিশেষভাবে কর।

অতএব এগুলো হলো সেইসব উপদেশ যা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়নকারী বানাতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা যেন জলসার প্রকৃত কল্যাণ লাভকারী হই এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারি। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 2 Sep, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B